কবিপ্রণাম

আজ ২৫শে বৈশাখ ১৪২৭।চিরনূতন, চিরনবীন, আমাদের আত্মার শান্তি ও প্রাণের আরাম, সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাব দিবস। তিনি আপামর বিশ্ববাসীর মনন ও চেতনার আধার, নিত্যদিনের পথচলার পাথেয়, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সখা, ক্লান্তি নিরসনের একমাত্র অবলম্বন। তাই শুধুমাত্র আজকের দিনটিই তাঁকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করবার দিন নয়, দিনযাপনের প্রতি পলে-অনুপলে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যেই তিনি বিরাজমান। তাই সবদিনই আপামর বাঙালীর কাছে তিনি চিরস্মরণীয়-চিরবরণীয়। তবুও আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিনটি পালনের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে, প্রজন্মান্তরে তাঁর ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু বর্তমান এই সভ্যতার সঙ্কটে যেখানে মানব কল্যাণের প্রয়োজনেই আমাদের প্রত্যেককে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হচ্ছে, সেখানে আনুষ্ঠানিক উদযাপনের চেয়ে ব্যক্তিস্তরে তাঁকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করা ও তাঁর চিন্তা-চেতনাকে অনুভব করাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সারাদেশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ন্যায় আমাদের মহাবিদ্যালয়েও সম্মিলিত হয়ে পঠন-পাঠন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিতভাবে আন্তর্জালের মাধ্যমে নির্বাহ হচ্ছে। আজ জীবন স্তব্ধ তবুও কবির বাণীতেই-

"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।"

আস্থা রেখে, আমরা আশা রাখি দ্রুতই আমরা জীবনের মূল স্রোতে ফিরবো ও কবিপ্রণামের আসরে সকলে সম্মিলিত হবো। বাঙালী জাতির রাজাধিরাজের জন্ম-জয়ন্তীতে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আগুনের পরশমণি আবার নতুন দিন আনবে।

সকলে ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদান্তে,

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।